দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 05 AUG 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

১৩৭

সহাবস্থানের শিক্ষা শিক্ষার্থীরাই দিতে পারে

ওবায়েদউল হক

আসলে হরতাল একটি গুজরাটী-শব্দ। বাংলায় ধর্মঘট। এর অর্থ সকল কাজকর্ম, দোকানপাট, হাটবাজার, যানবাহন চলাচল ইত্যাদি সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা। লক্ষ্য একটা অচলাবস্থা সৃষ্টি করা। এই গুজরাটী হরতালই এদেশে প্রচলিত। প্রধানত রাজনৈতিক কারণেই এই উপমহাদেশের সর্বত্র হরতালের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সকাল-দুপুর, সকাল-সন্ধ্যা, দিনরাত, এমনকি লাগাতার কতেক দিনও হরতাল স্থায়ী হয়। কোন বিষয়ে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উপায় হিসেবে, বিভিন্ন রকম দাবি আদায়ের জন্য চাপ হিসেবে, সরকার বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষকে কিছু করতে বাধ্য করার কৌশল হিসেবে হরতাল আহ্বান একটা নিয়মে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে ধর্মীয় ব্যাপারেও গুজরাটী হরতাল এস্তেমাল করা হচ্ছে। কখনো জনসমর্থন নিয়ে, কখনো জনবিরোধিতা সত্ত্বেও হরতালের মাধ্যমে জনজীবন অচল করার কোশেশ করা হয়।

জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পেলে হরতালের সফলতা সুনিশ্চিত হয়। কারণ জনগণ স্বেচ্ছায় সকল কাজকর্ম থেকে বিরত থাকে। তখন শান্তিপূর্ণভাবেই হরতাল পালিত হয়। এরূপ হরতাল বা ধর্মঘটজনিত অচলাবস্থার বৈধতা নিয়ে কোন প্রশ্ন কার্যকর হয় না। কিন্তু রোগীদের জীবনমরণ সমস্যা সৃষ্টি করে চিকিৎসকগণ এবং হাসপতালের অন্যান্য কর্মী তাঁদের জরুরী কাজ কতক্ষণ স্থগিত রাখতে পারেন? দীর্ঘ সময় ধরে হাটবাজার বন্ধ রেখে খাদ্যদ্রব্য বিশেষত শিশুখাদ্য সরবরাহ না করে সকলের অন্নসঙ্কট সৃষ্টি করা কি বৈধ হতে পারে?

এসব প্রশ্নের কোন সদুত্তর সাধারণত হরতাল আহ্বানকারীদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। বরং যেহেতু হরতাল বা ধর্মঘট চলাকালে এর পক্ষে প্রায়ই জোরজবরদস্তি, সহিংসতা ও শক্তিপ্রয়োগের ফলে দোকানপাট ও যানবাহন ভাংচুর হয় এবং লোকজন নাজেহাল ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সুতরাং জনগণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাজে বেরুতে সাহস পায় না। হরতাল সমর্থন করে না, অথচ তার বিরোধিতা করতেও ভয় পায়। এই হরতালকে বলা হয় ডরতাল, যা কোন বিচারেই বৈধ হতে পারে না।

ভারতের কেরালা রাজ্যের হাইকোর্ট থেকে এ বিষয়ে একটি রায় পাওয়া গিয়েছে। সংবাদে প্রকাশ, তিন জন বিচারপতি সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়েছে যে, রাজনৈতিক দল বা শক্তিশালী কোন গ্রুপের রাজ্যব্যাপী হরতাল আহ্বান অসাংবিধানিক এবং এর ফলে উৎপাদনে যে লোকসান হয় এর জন্য সংশ্লিষ্টরা সরকারকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। হাইকোর্টের তিন বিচারকই অভিন্ন মত পোষণ করে বলেছেন যে, সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি, রাজনৈতিক দল ও সমিতিগুলো হরতাল আহ্বান করে জনগণকে তাদের অধিকার প্রয়োগ হতে বঞ্চিত করে থাকে। তাদের কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়ার কোন অধিকার কারো নেই। আদালত অবশ্য মনে করেন আহ্বানকারী শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালন করতে পারে বটে, তবে তা পালনে জনগণকে বাধ্য করতে পারে না। শান্তিপূর্ণ হরতাল আহ্বান একটি গণতান্ত্রিক অধিকার বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। কিন্তু আহূত হরতাল পালনে অন্যদের যে কোনভাবে বাধ্য করার চেষ্টা করা হলে সেই অধিকারের বৈধতা ক্ষুণ্ন হয়। প্রত্যেক নাগরিকের হরতাল পালন করা বা না করার অধিকার আছে, যা অন্য কেউ হরণ করতে পারে না। এখানে ব্রুট মেজরিটি বা সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা সংখ্যালঘিষ্ঠের ওপর চাপিয়ে দেয়া বৈধ হবে না। গণতন্ত্রে সংখ্যাগুরুর শাসন চালু হলেও সংখ্যালঘুর অধিকার ক্ষুণ্ন করা অবিধেয়। অর্থাৎ সংখ্যাগুরুর মতামতকে প্রাধান্য দেয়ার অর্থ সংখ্যালঘুর ইচ্ছাকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করা নয়। যদি একজন নাগরিকও কোন হরতালের আহ্বান সমর্থন না করে তবে তাকে সেই হরতাল পালনে বাধ্য করার অধিকার কারুর নেই। তার নিজস্ব মত ও পথ অনুসরণের অধিকার অস্বীকার করা যাবে না কিছুতেই।

কেরালা হাইকোর্ট অনুৎপাদনজনিত লোকসানের ক্ষতিপূরণ দানের জন্য হরতাল আহ্বানকারীরা বাধ্য বলে মন্তব্য করেছেন। হরতাল চলাকালে অনুৎপাদন ছাড়া অন্য অনেক কারণে যে ক্ষতি হয় তাও বিবেচনায় আনা দরকার। কেরালা হাইকোর্টের এখতিয়ার সেই রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল দায়েরেরও কথা আছে। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় জনমত যাচাই-এর জন্য হরতাল বা ধর্মঘট আহ্বান অপরিহার্য মনে করা হলে তাতে স্বাভাবিকভাবেই জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন প্রত্যাশা করা যায়। তাতে আইনের অনুমোদনও অপ্রত্যাশিত হবার কথা নয়। কিন্তু জনস্বার্থের দোহাই দিয়ে কারো সঙ্কীর্ণ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য জোর করে চাপানো হরতালের মাধ্যমে জনজীবন বিপর্যস্ত করা সম্পূর্ণরূপে অন্যায় ও অমানবিক। এক্ষেত্রে প্রকৃত গণতন্ত্রমনস্কতার পরীক্ষাও হতে পারে। গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী কোন বিশেষ কর্মসূচীর প্রতি জনসমর্থন চেয়ে হরতালের আহ্বান করা যায়। হরতালের কারণ জনগণকে নিরুপদ্রবে অবহিত করা ছাড়া আর কিছুই করা যায় না। শক্তি প্রদর্শন তো নয়ই। হরতাল আংশিক বা পুরো পালন করে বা একেবারেই পালন না করে জনগণ তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারে। এটা বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়াই গণতন্ত্র সম্মত পন্থা, যা সত্যিকার গণতন্ত্রপ্রীতির নির্ভুল লক্ষণ। এমন সত্যিকার গণতন্ত্রপ্রীতি এদেশে সত্যি হওয়া কি কখনো সম্ভব নয়? নির্ভেজাল গণতন্ত্রমনস্কতা গড়ে উঠলে তা অবশ্যই সম্ভব এবং তখন নানা মুনির নানা মতে জাতি কখনও পথভ্রষ্ট হবে না, দেশের উন্নয়নমূলক কাজকর্মে বাধা-বিঘ্ন আসবে না। যথার্থই বলা হয়েছে In a democracy agreement is not essential, participation is । দেশ ও জনগণের কল্যাণচিন্তা থেকেই নানা মতের উদ্ভব হয়। সুতরাং মত ও পথের ভিন্নতা জাতির জন্য অকল্যাণকর হতে পারে না। তখন এমন এক পরিস্থিতিও কল্পনা করা সম্ভব হবে যাতে রাজধানীতে হরতাল পালনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সকল অফিস-আদালত, কলকারখানা, সব যানবাহন ও দোকানপাট বন্ধ রাখা হয়েছে, কিন্তু মাত্র একটি দোকান খোলা আছে যেখানে নির্ভয়ে, নির্বিঘ্নে, নিরাপদে কেনাকাটা চলছে। কেউ প্রতিবাদ করছে না, পিকেটিং করছে না, ওটা বন্ধ করে দেয়ার কথাও বলছে না। বরং ঐ একটি মাত্র ভিন্নমতাবলম্বীর প্রতি অন্য সকলেই যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হয়ে তার গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগের সুযোগ করে দিচ্ছে। এমন একটি প্রায় স্বর্গীয় দৃশ্য এদেশে দেখা যাবার সম্ভাবনার কথা ভাবতে গিয়েও মনে এক অলৌকিক আনন্দানুভূতির সঞ্চার হয়। শুধু কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, মেধা ও মননের সঙ্কীর্ণতার উর্ধে উঠে উদার ও মহৎ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে সক্ষম হলে এমন সম্ভাবনা অবশ্যই বাস্তব হবে এবং দেশ ও জাতির অগ্রগতি অপ্রতিরোধ্য হবে।

দলগত ও গোষ্ঠীগত সঙ্কীর্ণতা পরিহার করা যায় এর দু'একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখে শত হতাশার মাঝেও মনের অন্ধকার কোণে আশার আলো জ্বলে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হল নিয়ে দু'টি প্রধান ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সহিংস বিবাদের অবসান হয়েছে সমঝোতার মাধ্যমে। ফলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এটাও কালচারের বিষয়। ক্যাম্পাসে বিরোধী দলগুলোর মধ্যে যদি সংঘাত-সংঘর্ষের পরিবর্তে সমঝোতার কালচার চালু হয় এবং তা স্থায়ী করার সমবেত প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে, তবে আমরা এবার গণতন্ত্রের বিজয়োৎসবের প্রস্তুতি নিতে পারি। আশা করি এবং আশা করি অনেক দুঃখের পর এই সুখটুকু আমাদের সইবে। উচ্চ শিক্ষা ও জ্ঞানের আলোয় আলোকিত শিক্ষার্থী ভাইবোনেরা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, অন্য সকলের এবং দেশ ও জাতির শত্রু না হয়েও কোন বিশেষ দলের বন্ধু হওয়া যায়। দল-উপদলে বিভক্ত হয়েও জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখা সম্ভব। বহু পথ একই গন্তব্যে মিলিত হতে পারে। সূর্যসেন হল এমনি এক অনুপম বৈশিষ্ট্যের প্রতীক হতে চলেছে। ছাত্রদের কেবল সহিংসতা ও বিভেদের অপবাদের বোঝা বইতে হচ্ছে। তারা মানবিক কারণে ঐক্য ও মৈত্রীর মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপনে সক্ষম— সূর্যসেন হল তার উজ্জ্বল প্রমাণ হতে পেরেছে।

এখানে একটি সত্য ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯১৪ সাল। বেলজিয়ামে Battle of Ypres—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম ফ্রন্ট। এই ফ্রন্টে যুধ্যমান পক্ষগুলোর আড়াই লাখ সৈন্য নিহত হয়েছিল। একটি ক্ষুদ্র এলাকায় অত রক্তপাত তখন নজিরবিহীন ছিল। উভয় পক্ষের পরিখার মাঝামাঝি নো ম্যান্স ল্যান্ড-এ অনবরত গুলীগালাজের শব্দ শোনা যায়। কিন্তু সেদিনের ক্রিসমাস সন্ধ্যায় অভূতপূর্ব নীরবতা বিরাজ করছিল সেই ফ্রন্টে। সন্ধ্যার পরে জার্মান পরিখার পাঁচিলের ওপর অনেক আলো জ্বলে উঠল। ক্রিসমাস ট্রীর মতো এবং সমবেত কণ্ঠে ক্যারল গাওয়া হতে লাগল। এটা শুনে শত্রুপক্ষ ব্রিটিশ সৈন্যরাও ক্যারল গাইতে শুরু করল। একটু পরে জার্মান সৈন্যরা ব্রিটিশ সৈন্যদের ডেকে বলল: 'এস টমি, আমাদের পরিখায় এস। খ্রীষ্টের জন্মোৎসব করি।' ব্রিটিশ সৈন্যরা বলল : 'না জেরী, তোমরা আমাদের এখানে এস।' কিন্তু কোন পক্ষই নড়লো না। পাঁচিলের ওপর মাথা দেখা গেলেই তো স্নাইপারের গুলী। পরে অবশ্য দেখা গেল কয়েকজন নিরস্ত্র জার্মান সৈন্য তাদের ভাষায় সাইলেন্ট নাইট হলি নাইট গানটি গাইতে গাইতে ব্রিটিশ ট্রেঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছে। এটা দেখে ব্রিটিশ সৈন্যদের মনে বিশ্বাস জন্মাল। তারাও ভজন গাইতে গাইতে এগোলো জার্মান সৈন্যদের দিকে। এভাবে উভয়পক্ষের হাজার হাজার সৈন্য নো ম্যান্স ল্যান্ডে এসে করমর্দন করে কোলাকুলি করে নেচে-গেয়ে রাত কাটিয়ে দিল। তারা যুদ্ধের কথা ভুলে গেল। শত্রুরা সব বন্ধু হয়ে গেল। ক্রিসমাস স্পিরিটের প্রভাবে সেই ফ্রন্টে সেই অনানুষ্ঠানিক যুদ্ধবিরতি এক সপ্তাহ স্থায়ী ছিল। অনেকের মতে সেই যুদ্ধবিরতি আর এক সপ্তাহ স্থায়ী হলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয়ত অন্য রকম হতো এবং নব্বই লক্ষ প্রাণ বেঁচে যেতো। যিশু খ্রীস্টের জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশ্বযুদ্ধের এক রণাঙ্গনের যুদ্ধ কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। দুই পক্ষের সৈন্যরা শত্রুতা ভুলে বন্ধু হয়ে যায়। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় এই যে, এদেশে পবিত্র ঈদ-উৎসবের সময়ে নেতা-নেত্রীরা বাণী দিয়ে থাকেন। কিন্তু নিজেরা একে অন্যের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন না, ঈদ মোবারক বলে একে অন্যকে সম্ভাষণ করেন না, তৌহিদের সিরনী আদান-প্রদান করেন না, 'ভুলে যা তোর দোস্ত দুশমন হাত মেলাও হাতে' কবির এই আহ্বানে সাড়া দেন না।